বার্ষিক প্রতিবেদন (মে'২০১২-এপ্রিল'২০১৩)

প্রকল্পের নামঃ ALO

সংগঠনের নামঃ উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) নীলফামারী।

ভূমিকা ঃ উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস) নীলফামারী ইউএসসি কানাডা, বংলাদেশের সহায়তায় নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের ২টি গ্রামের ১৯টি কমিউনিটিতে মে ২০১০ সাল হতে ALO প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য যে চারটি থিম নিয়ে কাজ করে আসছে তা হলো- (১) বীজ নিরাপত্তা ও বৈচিত্রতা (২) জলবায়ু পরিবর্তন এ্যডাপটেশন এন্ড মিটিগেশন (৩) গ্রামীন আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (৪) নারী সমতা। সমাপ্ত হলো প্রকল্পের দ্বিতীয় বছর। কমিউনিটির নিবিড় অংশগ্রহনের মাধমে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে আমাদের অর্জনের মাত্রা ব্যাপক। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে প্রায় শত ভাগ। প্রথম বছর যেসব বাঁধা চিহ্নিত করা হয়েছিল এ বছর তা উৎরানো সম্ভব হয়েছে পূর্ব বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে। এ বছরও চিহ্নিত করা গেছে কিছু নতুন বাঁধা ও গ্রহণ করা হয়েছে নতুন নতুন শিক্ষা। সবচেয়ে বড় অর্জন হচ্ছে- কমিউনিটি আনন্দের সাথে এ প্রকল্পের কাজ করে। পাশাপাশি স্থানীয় সরকার, নাগরিক সমাজ ও কৃষি সম্পসারণ বিভাগের নিকট প্রকল্পটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

প্রকল্প এলাকা ও উপকারভোগীর তথ্য ঃ

জেলা: নীলফামারী উপজেলা: নীলফামারী ইউনিয়ন: লক্ষীচাপ

সূচক	৩য় বছর (মে'২০১২- এপ্রিল' ২০১৩)	মন্তব্য
মোট গ্রামের সংখ্যা	০২ টি	দুবাছুরী গ্রাম ও লক্ষীচাপ গ্রাম
মোট কম্যুনিটির সংখ্যা	১৯ টি	
কম্যুনিটিতে মোট পরিবারের সংখ্যাঃ	৮৮৮ টি	
কম্যুনিটিতে মোট লক্ষিত পরিবারের সংখ্যা (যে পরিবারে ১৫-৩০ বছরের যুবা নারী পুর"ষ আছে)	৭১৯ টি	
মোট লক্ষিত যুবা সদস্য সংখ্যা (লক্ষিত পরিবারের মধ্যে ১৫-৩০ বছরের যুবা নারী ও পুর"ষ সদস্য সংখ্যা)	১২১৬ জন	
যুবা নারী	৬৩০	
যুবা পুর"ষ	৫৮৬	
মোট যুবা দলের সদস্য সংখ্যা	৪৬৯ জন	
যুবা নারী সদস্য	৩৯২ জন	
যুবা পুর"ষ সদস্য	৭৭ জন	
মোট যুবা দলের সংখ্যা	১৯ টি	
নারী দল	০৩ টি	
পুরষ দল	০	
যৌথ দল	১৬ টি	
মোট লক্ষিত বয়স্ক সদস্য সংখ্যা (লক্ষিত পরিবারের মধ্যে ৩০ বছরের উর্ধ্বে নারী ও পুর"ষ সদস্য সংখ্যা)	১২৯৪ জন	
বয়স্ক নারী	৬৬৯ জন	
বয়স্ক পুর"ষ	৬৩৫ জন	
কিশোরী সভার সদস্য সংখ্যা	৬২৬ জন	
লক্ষিত পরিবারের বাইরে যদি কেউ বা কোন সংগঠন প্রকল্পের সহিত সংশি- ষ্ট বা প্রকল্পভুক্ত কাজ বা"ড়বায়ন করে থাকেন তার সংখ্যা (সংগঠনের ক্ষেত্রে নাম উলে- খ কর"ন)		

থীম অনুযায়ী অর্জন ও ফলাফল ঃ

টেবিল ১: থীম অনুযায়ী ফলাফল

ক)	**Seed Security and Diversification** (বীজ নিরাপত্তা ও বৈচিত্র্যতা)

ক্র: নং	কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	ফলাফল
	বীজ মডেল কৃষকের সংখ্যা	১০	১৪ জন	বীজ মডেল যুবা সদস্যরা নিজের বসত বাড়ীতে দেশীয় জাতের শাক-সবজির বীজ উন্নত ভাবে উৎপাদন ও সংরক্ষণ করছে ও নিজের চাহিদা মিটিয়ে বীজ বিক্রি করে আয় করছে। প্রতিবেশীদের কাছেও বিতরণ করছে।
	বীজ মডেল কৃষকের সর্বোচ্চ প্রজাতের সংখ্যা		১৮ টি	যুবা কৃষকদের নিজেদের বাড়ীতে বাড়ীতে দেশীয় শাক-সবজির বীজের প্রজাত সংরক্ষণ করতে পারছে বাজারের বীজের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে না।
	বীজ মডেল কৃষকের সর্বোচ্চ জাত সংখ্যা		২১ টি	যুবা কৃষকদের নিজেদের বাড়ীতে বাড়ীতে দেশীয় শাক-সবজির বীজের জাত সংরক্ষণ করতে পারছে ও জাতের সংখ্যা বাড়াচ্ছে বাজারের বীজের উপর নির্ভর করতে হয়না।
	কৃষক পর্যায়ে বসত বাড়িতে বীজ সংরক্ষণ এর সংখ্যা		৩১২ জন	যুবা সদস্যরা নিজের বসত বাড়ীতে দেশীয় জাতের শাক-সবজির বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ করছে তাই বীজ ক্রয় করতে হয় না।
	কম্যুনিটিতে বীজ বিতরণকারী কৃষকের সংখ্যা		১৬০ জন	বীজ বিতরনের মাধ্যমে যুবা সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী হচ্ছে।
	বীজ উৎপাদনের সাথে যুক্ত কৃষকের সংখ্যা		৩৮৮ জন	কৃষকরা নিজের বসত বাড়ীতে স্বল্প খরচে বীজ উৎপাদনে লাভবান হচ্ছে।
	এআরসি পর্যায়ে বীজ ব্যাংক		০১ টি	কমিউনিটির কৃষকেরা এআরসি বীজ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় বীজ আদান প্রদান করতে পারছে।
	এআরসি বীজ ব্যাংকে কত ধরনের বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে		২১ ধরনের	কমিউনিটিতে বীজের জাত প্রজাত / বীজ নিরাপত্তা ও বৈচিত্র বাড়ছে।
	এআরসি বীজ ব্যাংক হতে কত জন বীজ গ্রহন করেছে		১১৩ জন	এআরসি হতে বীজ গ্রহন করায় সদস্যদের শাক-সবজি চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
	এআরসি বীজ ব্যাংকে কত জন বীজ জমা দিয়েছে		৫০ জন	এআরসিতে বীজ জমা দেওয়ার ফলে এআরসির বীজ আদান প্রদানের সংখ্যা বাড়ছে।
	জার্মপ-াজম কনজারভেশনকারী কৃষকের সংখ্যা	১০	১০ জন	কমিউনিটিতে বিলুপ্ত প্রায় দেশীয় জাত / প্রজাত সংরক্ষণ হচ্ছে।
খ)	**Climate Change, adaptation & Mitigation (জলবায়ু পরিবর্তন, খাপ-খাওয়ানো এবং প্রশমন)**			
	অংশগ্রহনমূলক জাত নির্বাচন (পিভিএস) কর্মশালার সংখ্যা	০১	০১ টি	জন অংশগ্রহনের মাধ্যমে দেশীয় ভাল জাতের ফসল নির্বাচন করা।
	পিভিএস করেছে এমন কৃষকের সংখ্যা	০৩	০৩ জন	০৩ চাষী ০৪ জাতের (শ্যাম সিনাতী, কালো সিনাতী, খটখটিয়া রামনগরী) দেশী বেগুনের চাষ করেছেন।
	পিভিএস ফলাফল গ্রহণকারীর কৃষকের সংখ্যা		০৩ জন	দেশীয় ০৪ জাতের বেগুন চাষ করে ভাল জাত হিসেবে কালো সিনাতী জাত টি আগামীতে লাগানোর জন্য নির্বাচন করেন।
	পিভিএস সম্প্রসারণে মাঠ দিবস	০১	০১ টি	মাঠ দিবসের ফলে কমিউনিটিতে কালো সিনাতী জাতের বেগুনের চাষ আগামীতে সম্প্রসারণ হবে।
	প-ান্ট ডাইভারসিফিকেশন মডেল বাড়ির সংখ্যা	২০	২০ টি	পরিবারে ফলের চাহিদা পূরন হবে ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখবে।
	বসত বাড়িতে বৃক্ষ রোপনকারী কৃষকের সংখ্যা		১২২ টি	পরিবারে ফলের চাহিদা পূরন হবে ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখবে।
	প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষ রোপন সংখ্যা (স্কুল , মসজিদ, মন্দির মাদ্রাসা))	০২	০২ টি	প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ রক্ষা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে ভূমিকা রাখবে।
	সবুজ সার চাষকারী কৃষকের সংখ্যা		২২ জন	জমিতে জৈব সারের ঘাটতি পূরন মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা, জীব বৈচিত্র রক্ষা পাবে।
	জমিতে জাবরা প্রয়োগকারী কৃসকের সংখ্যা		৬৯ জন	জমিতে জাবরা প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় ও উকারী পোকা রক্ষা হয়।

	ভারমি কম্পোষ্ট তৈরি ও ব্যবহারকারী কৃষকের সংখ্যা	২০	২৩ টি	ভার্মি কম্পোষ্ট ব্যবহারের ফলে পরিবেশ রক্ষা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও চাষাবাদে আর্থিক সাশ্রয় হবে।
	এআরসি পর্যায়ে ভারমি কম্পোষ্ট স্থাপন	০১	০১ টি	এআরসির কালেকটিভ ফার্মে শাক-সবজির চাষ ও ভার্মি কম্পোষ্ট প্রর্দশনের ফলে সম্প্রসারণ হচ্ছে।
	কুইক কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহারকারী কৃষকের সংখ্যা		১২৩ জন	সময় সাশ্রয় ও মাটিতে জৈব সারের ঘাটতি পূরনে সহায়তা হবে।
	কৃষক পর্যাযে গোবর খামার জাতকারীর সংখ্যা		১৯৪ জন	গোবর সারের গুনগত মান বজায় থাকবে।
	জৈব কীট নাশক তৈরি ও ব্যবহারকারী কৃষকের সংখ্যা		১২ জন	জীব বৈচিত্রতা রক্ষা পাবে আর্থিক সাশ্রয় হবে বিশ মুক্ত শাক-সবজি হবে।
	তরল সার তৈরি ও ব্যবহারকারী কৃষকের সংখ্যা		৩৪ জন	জীব বৈচিত্রতা রক্ষা পাবে আর্থিক সাশ্রয় হবে।
	জৈব ভিটামিন তৈরি ও ব্যবহারকারী কৃষকের সংখ্যা		১২ জন	জীব বৈচিত্রতা রক্ষা পাবে আর্থিক সাশ্রয় হবে বিশ মুক্ত শাক-সবজি হবে।
	বসতবাড়িতে মিশ্র সবজী বাগানের সংখ্যা		১৩০ জন	পরিবারের শাক-সবজির চাহিদা পূরন ও আয় বাড়বে।
	স্থানীয় জাতের মাছ চাষকারী কৃষকের সংখ্যা	০৫	০৫ জন	হারিয়ে যাওয়া দেশী জাতের মাছ সংরক্ষণ হচ্ছে।
	ইস্যু বেসড রিসার্চঃ			
	পারমা কালচার মডেল কৃষকের সংখ্যা	০১	০১ জন	সমন্বিত টেকসই কৃষির সম্প্রসারণ ঘটবে ও বসতবাড়ীর জমির সর্বচ্চো ব্যবহার হবে।
	লিক্যুইড মেন্যুইর তৈরি ও ব্যবহারকারী মডেল কৃষকের সংখ্যা	১২	০৮ জন	জীব বৈচিত্রতা রক্ষা পাবে আর্থিক সাশ্রয় হবে বিশ মুক্ত শাক-সবজি হবে।
	বায়ো-পেস্টিসাইড তৈরি ও ব্যবহারকারী মডেল কৃষকের সংখ্যা	১২	০৮ জন	জীব বৈচিত্রতা রক্ষা পাবে আর্থিক সাশ্রয় হবে বিশ মুক্ত শাক-সবজি হবে।
	মাটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা	১০	১০ জন	মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিমিত পরিমানে সার প্রয়োগ এ সহায়তা হবে ও আর্থিক সাশ্রয় হবে, মাটির অমত্ত্ব ও খারত্বের মান বোঝা যাবে।
গ)	**Rural Economic growth (গ্রামীণ অর্থনীতি)**			
	ব্যবসায়ীদের সংগে কর্মশালার সংখ্যা	০২	০২	অর্গানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত শাক-সবজির পরিচিতি হবে ও কমিউনিটির মানুষ মার্কেট কর্ণার সম্পর্কে জানবে।
	বসত বাড়িতে সবজী বাগানের সংখ্যা (মিশ্র + একক সহ)		৪৩৯ টি	পরিবারের শাক - সবজির চাহিদা পূরন হয়েছে ও আয় বেড়েছে।
	কম্যুনিটিতে প্রদর্শনী প-ট (সবজী বাগান) এর সংখ্যা	২০	২০ জন	কমিউনিটিতে মডেল বাড়ী সম্প্রসারিত হচ্ছে।
	যৌথভাবে কৃষি কাজ করে এমন সংখ্যা		০	
	কত জন জমি বর্গা নিয়ে সবজী চাষ করছে		০	
	মার্কেট কর্ণার স্থাপনের সংখ্যা	০৩	০৩ টি	অর্গানিক শাক - সবজি বিক্রয় এর কর্ণার তৈরী হয়েছে ও যুবা সদস্যদের উৎপাদিত শাক - সবজি বিক্রয়ে সুবিধা হয়েছে।
	মার্কেট কর্ণারে উৎপাদিত কৃষি পণ্য সরবরাহকারীর সংখ্যা		১১২ জন	যুবাসদস্যদের বাজারে বিচরণ বেড়েছে ও আয় বেড়েছে।
	আয় মূলক কাজের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ সভার সংখ্যা		০৪ টি	সদস্যদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে ও প্রশিক্ষণটি ফলপ্রসু হয়েছে।
	ইকো ফেয়ার		০১ টি	কমিউনিটির মানুষের মধ্যে পরিবেশ, জৈব কৃষি, জেন্ডার সমতা, জৈব ভিটামিন, জৈব কীট নাশক, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে।

	কালেকটিভ ফার্মিং (জমি বর্গা নিয়ে বা অন্যভাবে)		০১ টা	এআরসির মাঠে বিভিন্ন শাক - সবজির চাষ প্রদর্শিত হয়েছে।
	আয়মূলক কাজের বিষয় প্রশিক্ষণসমূহ : (যে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ হয়েছে তার নাম নিচে লিখুন ও প্রতি প্রশিক্ষনের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য লিখতে হবে, এবং কত দিনের প্রশিক্ষণ ছিল তা উল্লেখ করুন)			
	বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপনণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	০১ টি	প্রশিক্ষন পাওয়ার পর যুবাসদস্যরা বসতবাড়ীতে পৃথক ভাবে বীজ তলা করছে ও বীজ উৎপাদন করে আয় করছে।
	যুবা নারী ১১ জন যুবা পুরুষ ০৫ জন ও বয়স্ক পুরুষ ০১ জনমোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।			
	ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ			প্রশিক্ষন পাওয়ার পর যুবাসদস্যরা নিজের বসতবাড়ীতে ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী করে শাক - সবজি ও ফলমুলের গাছে গ্রয়োগ করে ভল ফল পেয়েছে ।
	যুবা নারী ১৩ জন ও বয়স্ক নারী ০২ জন মোট ১৫ জন সদস্য নিয়ে ০৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।	০১	০১ টি	
ঘ)	**Gender equality (জেন্ডার সমতা)**			
	পরিবেশ বান্ধব কৃষি ও জেন্ডার বিষয়ক নাটক ও জারী গান	০৯	০৯ টি	নাটক ও জারি গান প্রদর্শনের মাধ্যমে কমিউনিটির মানুষের মধ্যেদেশী বীজ পরিবেশ, জৈব কৃষি, জেন্ডার সমতা, জৈব ভিটামিন, জৈব কীট নাশক, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বেড়েছে।
	শিক্ষকদের নিযে কর্মশালার সংখ্যা	০	০	
	মনিটরিং ও অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৬	১৪ টি	প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার সমতা ও জৈব কৃষির গুরুত্ব বেরেছে ।
	স্কুল সেশন পরিচালনা (ক্লাসে)	১৪৪	৭৮ টি	ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে পরিবেশ, জলবায়ু, জেন্ডার সমতা, জৈব কৃষি বিষয়ে সচেতনতা রেবরেছে।
	স্কুল ভিত্তিক প্রতিযোগিতা	০২	০২ টি	জেন্ডার সমতা ও জৈব কৃষি বিষয়ে ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহ বেরেছে।
	স্কুল ভিত্তিক শাক-সবজী বাগান স্থাপন	০১	০১ টি	ছাত্র ছাত্রীরা তাদের বাড়ীতেও শাক - সবজি চাষে মাদেরকে সহযোগিতা করছে।
	কম্যুনিটিতে জেন্ডার এন্যালাইসিস এর সংখ্যা	০৪	০৪ টি	কমিউনিটিতে জেন্ডার এন্যালাইসিস এর মাধ্যমে জেন্ডার সমতা বোঝা গেছে।
	নারী পুর"ষের বৈষম্য নিয়ে কতটি দলে আলোচনা হয়েছে		৩৩ টি	জেন্ডার সমতা বিষয়ে যুবাদলের সদস্যদের ধারনা বেরেছে।
	কতটি দলে নারী পুর"ষের বৈষম্য আলোচনা		৩৩ টি	জেন্ডার সমতা বিষয়ে যুবাদলের সদস্যদের ধারনা বেরেছে
	দিবস উদ্‌যাপন এর সংখ্যা		০	
ঙ)	**অন্যান্য**			
	যুবদলের সংখ্যা (বর্তমান)		১৯ টি	বর্তমান ১৯ টি দল আছে আগামী বছর নতুন ০৩ টি দল করা হবে।
	যুব দলের সভার সংখ্যা ও সে সভায় অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা	**২২৮ টি**	**২১৫ টি** **৩৩০৫ জন**	**দলীয় সদস্যদের মাঝে জৈব কৃষি,বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, জেন্ডার সমতা, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে নারী, জৈব সার তৈরী, জৈব ভিটামিন তৈরী, জৈব কীট নাশক তৈরী, জার্মপ্লাজম কনজার্ভেশন, পার্মাকালচার, বিষয়ে ধারনা বেরেছে।**
	যুব ফোরামের মিটিং সংখ্যা ও সভায় অংশগ্রহনকারীদের সংখ্যা	০৪	০৫ টি ৯১ জন	যুবাদলের সকল কার্যক্রম সর্ম্পকে জানা ও ফলোআপ করা।
	সরকারী কর্মী/কর্মকর্তা কি কি কাজে সহায়তা করেছেন (প্রশিক্ষন, যৌথ কাজে সহায়তা ইত্যাদি)			

	যুবা দলের সেশন পরিচালনায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা (SAAO) সহায়তা করেছে।		২৮ টি	যুবাদলের সদস্যরা বিভিন্ন সরকারী কৃষি সেবা সম্পর্কে জেনেছে ও সেবা পেয়েছেন।
	নতুন কোন উদ্যোগ নিলে তা লিখুন:			
	প্রকল্পের থীম অন্য কোন প্রকল্পে প্রয়োগ (Adoption) করলে তা উলে- খ করুন			
	প্রকল্পের থীম অন্য কোন সংস্থা/ সংগঠনে প্রয়োগ (Adoption) করলে তা উলে- খ করুন			
	কমিউনিটি উন্নয়ন কার্যক্রমঃ			
	যুবা দলীয় সভা	২২৮ টি	২০৮ টি	
	যুবা ফোরাম সভা		০৫ টি	
	সিএফ কর্তৃক ফিল্ড ভিজিট লক্ষ্যভুক্ত পরিবার এর মধ্যে	-	৯৬০ টি	ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে সদস্যরা কে কি করেছেন (অগ্রগতি ও অর্জন) সম্পর্কে জানাগেছে ।
	সিএফ কর্তৃক ফিল্ড ভিজিট লক্ষ্যভুক্ত পরিবার এর বাইরে	-	৩১৭ টি	কমিউনিটির অন্যরা কে কি করছে (প্রকল্পের) কি প্রভাব পড়ছে সে সম্পর্কে জানা গেছে।
	ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক ফিল্ড ভিজিট	-	১৪৪ টি	ফিল্ড ভিজিটের মাধ্যমে আলো প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে জানা যাবে।
	এআরসি পর্যায়ের কার্যক্রম			
	কেএসএমসি মিটিং	-	০৬ টি	এআরসি পরিচালনা, বীজ ব্যাংক পরিচালনা, আলো প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা বোঝা ও পরামর্শ প্রদান।
	অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম	-	-	

টেবিল ২: এক নজরে প্রশিক্ষণ তথ্য (USCC-B কতৃক): (মে'২০১২ - এপ্রিল'২০১৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্রক্ষিণের নাম	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা						মোট
		যুবানারী (উপকারভোগী)	যুবা পুরুষ (উপকারভোগী)	বয়স্ক নারী (উপকারভোগী)	বয়স্ক পুরুষ (উপকারভোগী)	নারী (ষ্টাফ)	পুরুষ (ষ্টাফ)	
০১	লিকুইড ম্যানুর বায়োপেষ্টিসাইড	০	০১	০	০	০১	০১	০৩
০২	জেন্ডার উন্নয়ন/ পিভিএস	০	০	০	০	০১	০১	০২
০৩	দক্ষতা উন্নয়ন/ পার্মাকালচার প্রশিক্ষণ	০	০	০	০	০১	০১	০২
০৪	জেন্ডার রিভিউ ওয়ার্কশপ	০১	০২	০	০২	০১	০১	০৭

মন্ড়ব্য (যদি থাকে):

টেবিল ৩: এক নজরে প্রশিক্ষণের তথ্য(PNGO কতৃক): (মে'২০১২ - এপ্রিল'২০১৩ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্রক্ষিণের নাম	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা				মোট
		যুবানারী	যুবা পুরুষ	বয়স্ক নারী	বয়স্ক পুরুষ	
০১	বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১ জন	০৫ জন	০	০১ জন	১৭ জন
০২	ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২ জন	০	০৩ জন	০	১৫ জন

মন্তব্য (যদি থাকে):

টেবিল ৪: এক নজরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের তথ্য: (মে'২০১২ - এপ্রিল'২০১৩ পর্যন্ত)

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রশিক্ষণের ধরন	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ কারীর সংখ্যা						মোট
			যুবানারী (উপকারভোগী)	যুবা পুরুষ (উপকারভোগী)	বয়স্ক নারী (উপকারভোগী)	বয়স্ক পুরুষ (উপকারভোগী)	নারী (ষ্টাফ)	পুরুষ (ষ্টাফ)	
০১	সংহতি প্রকল্প, ইউএসএস	হাঁস মুরগী ও ছাগল পালন প্রশিক্ষণ	০৫ জন	০	০৪	০	০	০	০৯ জন
০২	জিপিপি প্রকল্প ইউএসএস	সেলাই প্রশিক্ষণ ও মেশিন প্রদান	০৯ জন	০	০	০	০	০	০৯ জন
০৩	PGETLKPE project,USS	জেন্ডার সমতা	৮ জন	০	০৩ জন	০	০১	০১	১৩ জন
০৪	সংহতি প্রকল্প, ইউএসএস	অর্গানিক শাক - সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষন	০৮	০	০৩ জন	০	০	০	১১ জন

মন্তব্য (যদি থাকে):

বাঁধাসমূহ (Challenges): (থীম অনুযায়ী)

* **জলবায়ু পরিবর্তন, খাপ-খাওয়ানো এবং প্রশমন**

লিকুইড ম্যনুর / বায়োপেষ্টিসাইড এর দুর্গন্ধ হওয়ার কারনে সদস্যরা এ কাজ করতে অনিহা প্রকাশ করেন।

ভার্মি কম্পোষ্ট ব্যবস্থাপনায় সদস্যরা ঘৃনা করেন।

সনাতন পদ্ধতিতে গোবর সার সংরক্ষণে যুবা সদস্যরা অভ্যাস্ত তাই ছাউনি দিতে গড়িমশি করে।

কুইক কম্পোষ্ট তৈরীর প্রক্রিয়া কোন কোন সদস্য জটিল মনে করে।

শিখন (Major Success/Learning): (থীম অনুযায়ী)

* **জলবায়ু পরিবর্তন, খাপ-খাওয়ানো এবং প্রশমন**

কেঁচো কম্পোষ্ট এর খাবার তৈরীর (মাটিতে গর্ত করে) নতুন প্রক্রিয়া।

ভার্মি কম্পোষ্ট কউিনিটির নিকট অধিক গ্রহনীয় হয়েছে তাই প্রকল্পের সদস্যদের বাইরে সম্প্রসারণ হচ্ছে।

* **বীজ নিরাপত্তা ও বৈচিত্র্যতা**

যুবা দলের সদস্যরা শাক-সবজি চাষ ও হাঁস মুরগি পালনে সহজে আয় করতে পারছে তাই অন্য বিষয়গুলিতে গুরুত্ব কম দিচ্ছে।

* গ্রামীন অর্থনিতি

যুবা সদস্যদের দলীয় মিটিং এর মাধ্যমে কাজের দায়িত্ব দিলে তা দ্রুত বাস্তবায়িত হয় ও উৎসাহিত হয়।

সদস্যদের মধ্যে আলোচনা করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

* জেন্ডার সমতা

নারী পুরুষের বৈষম্য নিয়ে আলোচনা ও কমিউনিটি জেন্ডার বিশ্লেষণ করার ফলে নারীরা নেতৃত্বে ভূমিকা রাখছে।

সুপারিশসমূহ ঃ

স্কুলের শাক- সবজির প্রদর্শনি প্লট বাস্তবায়নের আলাদা বাজেট রাখা।

আই জি এ প্রশিক্ষনের বাজেট বৃদ্ধি করা।

জেন্ডার সমতা বিশ্লেষন ফলোআপ মিটিং এর জন্য আলাদা বাজেট রাখা।

এআরসি এর জন্য নতুন বই সরবরাহ করা।

এআরসির খেলাধুলার উপকরন সরবরাগ করা।

উপসংহার ঃ সব মিলিয়ে একটি ভাল বছর আমরা পাড়ি দিতে পেরেছি। এ বছরে প্রাপ্ত শিখন কাজে লাগিয়ে নতুন বছরে আরও সাফল্য অর্জন সম্ভব হবে আশা করা যায়। কমিউনিটির কার্যকর অংশগ্রহণ কোন কাজ টেকসই হওয়ার জন্য যে বড় ভূমিকা পালন করে এই প্রকল্প তার উদাহরণ হয়ে থাকবে।

কেস ষ্টাডি

কেঁচো কম্পোষ্ট আয় বাড়ায়ে দিল সৌদা রানীর

শ্রী মতি সৌদা রানী রায় তার বয়স ৪০ বছর। তার স্বামী শ্রী অধর চন্দ্র রায় রায় বয়স ৪৭ বছর তাদের ২ মেয়ে ০২ মেয়েরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের জংলীটারী পাড়ায় তার বাড়ী। তাদের বসতবাড়ীর ০৮ শতক জমি ছারা আবাদী কোন জমি নাই তারা দুই স্বামী স্ত্রী মিলে পরামর্শ করে বসতবাড়ীর জমিটুকুতে অর্গানিক পদ্ধতিতে সারা বছর বিভিন্ন রকমের শাক-সবজি চাষ করে নিজের চাহিদা মিটিয়ে সারা বছর কোননা কোন শাক-সবজি বিক্রি করে আয় করেন ও মানুষের বাড়ীতে মজুরীর কাজ করে কোন রকমে তাদের সংসার টানাটানির মধ্যে দিয়ে চলছে ।

সৌদা রানী রায় শাক-সবজি করে বাড়তি আয় যেটুকু হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম তাই সৌদা রানী নতুন আয়ের পথ খুঁজতে থাকেন। সৌদা রানী উদয়াঙ্কুর সেবাসংস্থা (USS) ALO প্রকল্পের জংলীটারী পাড়া যুবা দলের এক জন সক্রিয় সদস্য এ সময় সে আলো প্রকল্পের ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে গ্রহন করেন এবং তার বাড়ীতে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট তৈরী করে কেঁচো সার উৎপাদন করে সেই সার দিয়ে তার নিজের বসতবাড়ীর শাক-সবজি চাষ ও ১৬ টি ফলজ, বনজ গাছে ব্যবহার করেন। সৌদা রানী ৯০০ শত টাকার কেঁচো বিক্রয় করেন তিনি বসতভিটায় জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজী উৎপাদন করে সে বছরে ১২০০০/ ১৫০০০ টাকা আয় করে তাদের সংসার চলে। সংসারের খরচে স্বামীকে সহযোগিতা করতে পেরে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। সৌদা রানী নিজে আরো নতুন করে ১ টি কেঁচো কম্পোষ্ট প্লান্ট তৈরী করার কথা ভাবছেন। তবে ভবিষ্যতে তার চিন্তা ভাবনা অনেক বেশী শাকসবজী চাষ এবং মাঠ ফসলেও কেঁচো কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করবে। সে দলের সদস্য ব্যতিরেকেও বাইরের অনেক লোককে কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরী ও জৈব পদ্ধতি চাষ করার জন্য পরামর্শ দেন।

কেস ষ্টাডি

কেঁচো সারে কপির চারা করে খুশি বিপাশার বাবা

বিপাশা রানী তার বয়স ১৫ বছর কিশোরী দলের সদস্য বিপাশা লক্ষীচাপ উচ্চবিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেনীতে পড়ে, সে নিয়মিত এআরসিতে আসে বিভিন্ন রকমের বই আদান প্রদান দৈনিক পত্রিকা পড়েন, পড়াশোনার পাশাপাশি বিপাশা রানী বসতবাড়ীর শাক-সবজি চায়ে তার মাকে সহযোগিতা করেন। তার বাবার নাম শ্রী পরেশ চন্দ্র রায় বয়স ৪২ বছর তারা ০৩ বোন, বিপাশার ভাই নাই মা বাবা মিলে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট তাদের পরিবার নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের মেম্বার পাড়ায় তার বাড়ী। তাদের বসতবাড়ী ও আবাদী জমি মিলে মোট ৬০ শতাংশ বসতবাড়ীর জমিটুকুতে অর্গানিক পদ্ধতিতে সারা বছর বিভিন্ন রকমের শাক-সবজি চাষ করে নিজের চাহিদা মিটিয়ে সারা বছর বিভিন্ন শাক-সবজি বিক্রি করে আয় করেন ও বিপাশার বাবা মানুষের বাড়ীতে মজুরীর কাজ করে কোন রকমে তাদের সংসার টানাটানির মধ্যে দিয়ে চলছে । বিপাশার মা শাক-সবজি করে বাড়তি যেটুকু আয় করেন তা প্রয়োজনের তুলনায় কম ০২ টি মেয়েকে পড়াশোনার খরচ দিতে অনেক কষ্ট হয় তাই বিপাশা রানী নতুন আয়ের পথ খুঁজতে থাকেন।

বিপাশা রানী উদয়াঙ্কুর সেবাসংস্থা (USS) ALO প্রকল্পের মেম্বার পাড়া যুবা দলের এক জন সক্রিয় সদস্য এ সময় সে আলো প্রকল্পের ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে গ্রহন করেন এবং তার মা বাবার সাথে আলোচনা করে, গোবর সার সংরক্ষণ ও বাড়ীতে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট তৈরী করে কেঁচো সার উৎপাদন করে সেই সার দিয়ে তার নিজের বসতবাড়ীর শাক-সবজি চাষ ও ২২ টি ফলজ, বনজ গাছে ব্যবহার করেন। বিপাশা রানী এ বছর তার বাবাকে কেঁচো সার দিয়ে ফুলকপি ও বাঁধা কপির চারা তৈরী করতে বলেন, অন্যান্য বছর কপির চারার জন্য মাদা তৈরীতে রাষায়নিক সার ব্যবহার করে যেমন কপির চারা হয়েছিল এ বছর কেঁচো সারে তার চেয়েও ভাল কপির চারা তৈরী হয়েছে। বিপাশার বাবা মেয়ের প্রতি খুব খুশি তাঁর আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে তাই কেঁচো কম্পোষ্ট এর চালা আরো সুন্দর করে তৈরী করে দিয়েছে। বিপাশা রানী ৬০০ শত টাকার কেঁচো বিক্রয় করেন। সংসারের খরচে বিপাশা সহযোগিতা করতে পেরে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। বিপাশা রানী তার সহপাঠি ও প্রতিবেশীদেরকে কেঁচো কম্পোষ্ট ও জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার পরামর্শ দিচ্ছে।

কেস ষ্টাডি -০১

হিমা রানীর বীজ তলা তৈরী

নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের মেম্বার পাড়ায় হিমা রানীর বাড়ী। তার বয়স ২৬ বছর তার স্বামীর নাম মাধব চন্দ্র রায় ৩১ বছর তাদের ১ ছেলে বয়স ৫ বছর ৬ জন সদস্য বিশিষ্ট তাদের সংসার, হিমা রানীর বসতভিটা সহ আবাদ যোগ্য জমি আছে মোট ৭ বিঘা এবং কৃষিই হল তাদের জিবিকা নির্বাহের প্রধান ভরসা কৃষি ছাড়া তাদের আর অন্য কোন আয় নেই। আর এই কৃষি ফসল উৎপাদন করে হাইব্রিড বীজ রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ঐ জমিতে ব্যবহার করে থাকেন তাতে করে যা ফসল উৎপাদন হয় তা দিয়ে সংসার চলে কিন্তু উদ্বৃত বেশী কিছু জমে না। কারন উৎপাদন বেড়ে যায় কিন্তু উৎপাদন খরচ বেশী হয় বাড়তি কোন লাভ বছর শেষে আসে না। মিনতি রানীকে জিজ্ঞাসা করা হয় আগে ফসল উৎপাদন করতে হলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ছাড়া আবাদ হয়েছে কি না তখন সে বলে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। হিমা রানী উদয়াঙ্কুর সেবাসংস্থা (USS) ALO প্রকল্পের মেম্বার পাড়া যুবা দলের এক জন সক্রিয় সদস্য সে অর্গানিক পদ্ধতি নিয়ে তার

স্বামীর সাথে আলাপ আলোচনা করেন এবং দুই স্বামী স্ত্রী মিলে অর্গানিক পদ্ধতিতে শাক সবজির আবাদ করছে এবং জৈব কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ,আয় বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ(IGA) পান হিমা রানী আগে শাক সবজির বীজ রাখার জন্য আলাদা করে বীজ তলা করতেন না কিন্তুআয় বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর এখন সে তার স্বামীর সাথে প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলাপ অলোচনা করেন এবং সেই মতে শাক সবজির ক্ষেতের এক

কর্ণার বীজ তলার জন্য নির্বাচন করেন আর বাকী শাক সবজি নিজে খাওয়ার পরেও ১১০০ শত টাকা বিক্রি করেন। হিমা রানীর বীজ তলা তৈরী দেখে তার জা বিনোদিনি রানীও তার শাক সবজি ক্ষেতের এক কর্ণার বীজ তলা রাখেন, হিমা রানী বলেন এই ভাবে বীজ তলা রাখলে বীজের মান

ভাল হবে আর ভাল বীজ রাখতে পারলে বীজ থেকে আমি আগামী বছর ১৫০০/২০০০ টাকার বীজ বিক্রি করতে পারব এসব কিছু শিখে সে নিজ বসতবাড়ীতে ৮ শতক জমিতে অর্গানিক পদ্ধতিতে দেশী জাতের পুঠিয়া সিম লাউ ও শাক সবজি চাষ করছে তার শাক সবজি এখন খুব ভাল। তিনি বসতভিটায় জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজী উৎপাদন করে ও সে নিজে সাবলম্বী হয়েছে বলে মনে । তবে ভবিষ্যতে তার চিন্ড়া ভাবনা অনেক বেশী বসতবাড়ীর পতিত জায়গায় শাক সবজির আবাদ ও উন্নত বীজ উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভাবছে, সে দলের সদস্য ব্যতিরেকেও বাইরেও অনেক লোককে বসতবাড়ীর পতিত জায়গা খালি না রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

কেস ষ্টাডি -০১

শিল্পি রানীর বীজ তলা

নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের আকালুগঞ্জ পাড়ায় শিল্পি রানীর বাড়ী। তার বয়স ৩০ বছর তার স্বামীর নাম বিশ্বনাথ চন্দ্র রায় ৩২ বছর তাদের ১ ছেলে ২ মেয়ে ৭ জন সদস্য বিশিষ্ট তাদের সংসার, শিল্পি রানীর বসতভিটা সহ আবাদ যোগ্য জমি আছে মোট ৬ বিঘা এবং কৃষিই হল তাদের জিবিকা নির্বাহের প্রধান ভরসা কৃষি ছাড়া তাদের আর অন্য কোন আয় নেই। আর এই কৃষি ফসল উৎপাদন করে হাইব্রিড বীজ রাসায়নিক সার এবং রাসায়নিক কীটনাশক ঐ জমিতে ব্যবহার করে থাকেন তাতে করে যা ফসল উৎপাদন হয় তা দিয়ে সংসার চলে কিন্তু উদ্বৃত বেশী কিছু জমে না। কারন উৎপাদন বেড়ে যায় কিন্তু উৎপাদন খরচ বেশী হয় বাড়তি কোন লাভ বছর শেষে আসে না। মিনতি রানীকে জিজ্ঞা

করা হয় আগে ফসল উৎপাদন করতে হলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ছাড়া আবাদ হয়েছে কি না তখন সে বলে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। শিল্পি রানী উদয়াঙ্কুর সেবাসংস্থা (USS) ALO প্রকল্পের আকালুগঞ্জ পাড়া যুবা দলের এক জন সক্রিয় সদস্য সে অর্গানিক পদ্ধতি নিয়ে তার

স্বামীর সাথে আলাপ অলোচনা করেন , শিল্পি রানী আয় বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ (IGA) পান শিল্পি রানী আগে শাক সবজির বীজ রাখার জন্য আলাদা করে বীজ তলা করতেন না কিন্তু আয় বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ (IGA) পাওয়ার পর এখন সে তার স্বামীর সাথে প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলাপ অলোচনা করেন এবং সেই মতে শাক সবজির ক্ষেতের এক কর্ণার বীজ তলার জন্য নির্বাচন করেন আর বাকী শাক সবজি নিজে খাওয়ার পরেও ৮০০ শত টাকা বিক্রি করেন। হিমা রানীর বীজ তলা তৈরী দেখে তার প্রতিবেশী উত্তম কুমার তার শাক সবজি ক্ষেতের এক কর্ণার বীজ তলা রাখেন, শিল্পি রানী বলেন এই ভাবে বীজ তলা রাখলে বীজের মান ভাল হবে আর ভাল বীজ লাখতে পারলে বীজ থেকে আমি আগামী বছর ৮০০/১০০০ টাকার বীজ বিক্রি করতে পারব এসব কিছু শিখে সে নিজ বসতবাড়ীতে ১১ শতক জমিতে অর্গানিক পদ্ধতিতে দেশী জাতের কালো সিম, লাউ ও শাক সবজি চাষ করছে তার শাক সবজি এখন খুব ভাল। তিনি বসতভিটায় জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজী উৎপাদন করে ও তার আয় বাড়বে বলে মনে করেন। তবে ভবিষ্যতে তার চিন্ড়া ভাবনা অনেক বেশী বসতবাড়ীর পতিত জায়গায় শাক সবজির আবাদ ও উন্নত বীজ উৎপাদন বাড়ানোর কথা ভাবছে, সে দলের সদস্য ব্যতিরেকেও বাইরেও অনেক লোককে বসতবাড়ীর পতিত জায়গা খালি না রাখার জন্য পরামর্শ দেন।

কেস ষ্টাডি -০১

জৈব ভিটামিন ও জৈব কীটনাশক ব্যবহারে সুদ্বীপের সাফল্য

নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের জংলীটারী পাড়ায় সুদ্বীপ রায়ের বাড়ী, তার বয়স ১৮ বছর তার বাবার নাম ললিত চন্দ্র রায় ৪৮ বছর সুদিপ এইচ এস সি পরিক্ষার্থী সে পড়ালেখার পাশাপাশি তার বাবাকে কৃষি কাজে সহায়তা করে সে জংলীপাড়া যুবাদলের সদস্য আলো প্রকল্পের ৩ দিনের লিকুইড ম্যনুউর, বায়োপেষ্টিসাইড এর ট্রেনিং করেন ট্রেনিং থেকে এসে তার মা বাবার সাথে আলোচনা করে যুবাদলের দলীয় সভায় জৈবভিটামিন, জৈবকীটনাশক তৈরী ও পরিক্ষা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন আলো প্রকল্প থেকে জৈবভিটামিন, জৈবকীটনাশক তৈরীর জন্য ০২ টি ৩৫ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ড্রাম দেওয়া হয়। সুদ্বিপ রায় কে জিজ্ঞাসা করা হয় আগে ফসল উৎপাদন করতে হলে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ছাড়া আবাদ হয়েছে কি না তখন সে বলে হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে প্রচুর পরিমানে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে। সুদ্বীপ রায়

উদয়াঙ্কুর সেবাসংস্থা (USS) ALO প্রকল্পের জংলীপাড়া পাড়া যুবা দলের এক জন সক্রিয় সদস্য সে অর্গানিক পদ্ধতি জৈব ভিটামিন, জৈব কীটনাশক তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে তার

মা বাবার সাথে আলাপ আলোচনা করেন এবং দুই মা ছেলে মিলে অর্গানিক পদ্ধতিতে শাক সবজির আবাদ কেমন হয় তাহা পরিক্ষা করার জন্য লিকুইড ম্যনুউর, বায়োপেষ্টিসাইড তৈরী করেন। দলীয় আলোচনা এবং জৈব কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ পান দলীয় আলোচনা এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে জৈব কীটনাশক জৈব ভিটামিন কুইক কম্পোস্ট সার গোবর সংরক্ষণ স্থানীয় বীজ কিভাবে জৈব পদ্ধতিতে রাখা যায়। এই সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান আহরন করেন। এসব কিছু শিখে সে নিজ বসতবাড়ীর ৯ শতক জমিতে শাক সবজি ৩০ শতাংশ জমিতে দেশী সাগর কলা ও কলা ক্ষেতের খালি জায়গায় গাজর চাষ করে লাভবান হয়েছে ও বসতবাড়ীর আশেপাশে ৬০ টি ফলজ, ঔষধি,ও কাঠের চারা রোপন করেন এই সব শাক সবজি ও চারা গাছে জৈব ভিটামিন,জৈব কীটনাশক ব্যবহার করে ভাল ফল পেয়েছে শুরূতে তার ভরসা কম ছিল কিন্তু যখন গাছ সুস্থ সবল হয় তখন জৈব ভিটামিন,জৈব কীটনাশক সারের প্রতি তার বিশ্বাস বেড়ে যায়। প্রতিবেশীরাও পরিক্ষা করার জন্য জৈব ভিটামিন,জৈব কীটনাশক নিয়ে যায়। সুদ্বীপ রায় তার বসতবাড়ীর ফলের গাছ, ঔষধী গাছ, কাঠের গাছ গাছালীতে জৈব ভিটামিন সার ব্যবহার করে ভাল ফল পেয়েছে এবং সে বলছে জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে জমির উর্বরতা বাড়াছে ও বিশমুক্ত শাক সবজি খাচ্ছি। তবে ভবিষ্যতে তার চিন্ড়া মাঠ ফসলেও জৈবভিটামিন, জৈবকীটনাশক পরিক্ষা করবেন, তার চিন্ড়া এই পদ্ধতিতে অনেক বেশী শাকসবজী চাষ করলে বিশমুক্ত শাক সবজির মার্কেট তেরী হবে সে দলের সদস্য ব্যতিরেকেও বাইরেও অন্যান্য চাষীদেরও জৈব পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য পরামর্শ দেন।

কেস ষ্টাডি

কেঁচো কম্পোষ্ট আয় বাড়ায়ে দিল মিরা রানীর

মিরা রানী তার বয়স ৪০ বছর। তার স্বামী রনজিৎ রায় বয়স ৪৭ বছর তাদের ২ ছেলে ও ২ মেয়ে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, তারা দুই সতীন, ৬ সদস্য বিশিষ্ট তাদের সংসার বড় ছেলে অনার্স ৩য় বর্ষ ২য় মেয়ে ডিগ্রী ১ম বর্ষ ও ছোট ছেলে এইচ এস সি ২য় বর্ষে পড়াশোনা

করছেন নীলফামারী সদর উপজেলার লক্ষীচাপ ইউনিয়নের দুবাছুরী স্কুলপাড়ায় তার বাড়ী। মিরা রানীর বসতভিটা সহ আবাদ যোগ্য জমি আছে ৪ বিঘা এবং কৃষিই হল তাদের জিবিকা নির্বাহের প্রধান ভরসা কৃষি ছাড়াও মিরা রানীর স্বামী গ্রাম্য ডাক্তার। কোন রকমে তাদের সংসার টানাটানির মধ্যে দিয়ে চলছে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার খরচ যোগাতে তাদের হিমশিম খেতে হয় আর এই কৃষি ফসল উৎপাদন করে হাইব্রিড বীজ, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীটনাশকও কৃষি শ্রমিক দিয়ে জমি চাষাবাদ করে থাকেন তাতে করে যা ফসল উৎপাদন হয় তা দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। কারন উৎপাদন বেড়ে যায় কিন্তু উৎপাদন খরচ বেশী হয় বাড়তি কোন লাভ বছর শেষে আসে না।

মিরা রানী শাক-সবজি করে বাড়তি আয় যেটুকু হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম তাই মিরা রানী নতুন আয়ের পথ খুঁজতে থাকেন। মিরা রানী উদয়াঙ্কুর সেবাসংস্থা (USS) ALO প্রকল্পের দুবাছুরী স্কুল পাড়া যুবা দলের এক জন সক্রিয় সদস্য এ সময় সে আলো প্রকল্পের ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী ও ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সফলতার সাথে গ্রহন করেন এবং তার বাড়ীতে ভার্মি কম্পোষ্ট প্লান্ট তৈরী করে কেঁচো সার উৎপাদন করে সেই সার দিয়ে তার নিজের বসতবাড়ীর শাক-সবজি চাষ ও ২৪ টি ফলজ, বনজ গাছে ব্যবহার করেন এবং মিরা রানী ১৫০০ শত টাকার কেঁচো বিক্রয় করেন তিনি বসতভিটায় জৈব পদ্ধতিতে শাকসবজী উৎপাদন করে সে বছরে ১৫০০/ ২০০০ টাকা আয় করে তার ছেলে মেয়ের পড়াশোনার খরচে স্বামীকে সহযোগিতা করতে পেরে তার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। মিরা রানী নিজে আরো নতুন করে ১ টি কেঁচো কম্পোষ্ট প্লান্ট তৈরী করার কথা ভাবছেন। তবে ভবিষ্যতে তার চিন্তা ভাবনা অনেক বেশী শাকসবজী চাষ এবং মাঠ ফসলেও কেঁচো কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করবে, সে দলের সদস্য ব্যতিরেকেও বাইরের অনেক লোককে কেঁচো কম্পোষ্ট তৈরী ও জৈব পদ্ধতি চাষ করার জন্য পরামর্শ দেন।

হামিদুল ইসলাম
পি ও - আলো প্রকল্প
ইউএসএস, নীলফামারী
প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীঃ

আলাউদ্দিন আলী
নির্বাহী পরিচালক
ইউএসএস, নীলফামারী
প্রতিবেদন অনুমোদনকারী